দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2_ OCT 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

177

শিক্ষাঙ্গন

বয়স্ক শিক্ষা ও নৈশ বিদ্যালয়

বয়স্কদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈশ বিদ্যালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু, আমাদের দেশের জনগণের এক বিরাট অংশ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায়, যুগ যুগ ধরে অজ্ঞ ও নিরক্ষর রয়েছে। পল্লীর বয়স্ক লোকদের নিরক্ষরতার কারণ হচ্ছে, শিক্ষার প্রতি তাদের তেমন কোন আকর্ষণ নেই। তারা মনে করে, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ দিয়েই যখন কাজকর্ম সমাধা হয়ে যায়, তখন লেখাপড়ার প্রয়োজনই বা কি ? এজন্য আমাদের দেশের গরীব কেন বহু অজ্ঞ বিত্তবান বয়স্ক লোকও তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে সাংসারিক কাজকর্মে নিয়োজিত করে নিরক্ষর রেখে দেয়। আর এসব অজ্ঞ অভিভাবকদের কেউ কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠালেও অনেক ক্ষেত্রে উদাসীনতার দরুন তারা বিদ্যালয় শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে আসে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বয়স্কদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সেসব দেশের শিক্ষার হার শতকরা প্রায় 'একশ' ভাগে পৌছেছে। এবং সেসব দেশে উন্নততর সমাজব্যস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বর্তমান যুগেও দিনের বেলার বিদ্যালয়ের চেয়ে নৈশ বিদ্যালয়গুলোর গুরুত্ব অধিক। ফলে সেদেশের বয়স্করা রাতের বেলা অবসরকালে নৈশ বিদ্যালয়ে গিয়ে ভিড় জমায়। তারা বয়স্ক হয়েও বিদ্যালয়ে যেতে লজ্জাবোধ করে না বিন্দু মাত্রও।

পাশ্চাত্যের কোন কোন মনীষীর জীবনী পাঠে জানা যায়, তারা একেবারে নিম্নস্তর থেকে নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যে নিজের নিরক্ষরতা দূর করে কর্ম সাধনার মাধ্যমে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

স্বাধীনতার আগে এমন কি এরপরও আমাদের দেশে যে কিছু সংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়নি এমন নয়। তবে এগুলো টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও সরকারী কার্মচারীদের অবহেলা ও স্বার্থপরতাই বিদ্যালয়গুলোর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।

আমারা মনে করি রাতের নামাজান্তে উক্ত ইমাম নিরক্ষর মুসল্লীদিগকে আধ ঘন্টাকাল পর্যন্ত মছলা-মাসায়েলের সাথে বাংলা অক্ষর ও নামধাম লেখা শিখালে অল্প দিনের মধ্যেই তারা নাম ধাম শিখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামে টুল প্রতিষ্ঠা করে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যস্থা করে যেতে পারে। প্রতিটি ইউনিয়নে ৩/৪টি এবং প্রতিটি উপজেলা সদরে একটি করে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় চালু করা যেতে পারে। উক্ত দু'শ্রেণীর বিদ্যালয়েই দেশের বেকার শিক্ষিত যুবকগণকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলে বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—আবু মোহাম্মদ আদীল